সফটওয়্যার প্যাকেজ ঃ রোমান্টিক এডভেঞ্চার্স

কামাল আরসালান

বাংলাদেশে তৈরি সফটওয়্যার বিদেশে প্রশংসিত

কমপিউটার জগৎ-এর গত সংখ্যায় (মার্চ) পাঠকদের জানানো হয়েছিল যে '৯৩-'৯৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের ৩টি সফটওয়্যার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার রপ্তানী করেছে। ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে "অনির্বাণ"-এর সাফল্য সবচেয়ে চমকপ্রদ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সফটওয়্যার বাজার যুক্তরাষ্ট্রে সফটওয়্যার রপ্তানী করতে সক্ষম হওয়ার জন্য তারা যেমন কৃতিত্বের দাবীদার তেমনি একটা বৈচিত্রধর্মী সফটওয়্যার রপ্তানী করে মার্কিন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়ে বাংলাদেশের সফটওয়্যার ডেভেলপারদের সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করার জন্যেও প্রশংসার দাবীদার।

"অনির্বাণ" সংস্থাটি যে সফটওয়্যার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করেছে সেটাকে ঐ দেশে মূলতঃ এডুটেইনমেন্ট (**Educational and entertainment**) সফটওয়্যার বলা হয়। এই শিক্ষা ও বিনোদনমূলক সফটওয়্যারটির নামকরণ করা হয়েছে "রোমান্টিক এডভেঞ্চার্স"। এটা একটা উইন্ডোজভিত্তিক সফটওয়্যার। ৪ মেগাবাইট র‍্যাম হলেই চলে। ৬ ম্যান মানথ সময়ে প্রোগ্রামটি ডেভেলপ করা হয়েছিল। সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং অনির্বাণের এমডি জামিল আজহার। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অনির্বাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তারা সাফল্যের সাথে চুক্তি অনুযায়ী সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আলোচ্য সফটওয়্যারটি মাত্র ৪৯ ডলারের পণ্য হলেও অভিনবত্বের জন্য তা ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩০টি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় এর সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'দি কমার্শিয়াল', 'ক্যালিফোর্নিয়া কমপিউটার নিউজ', 'দি অ্যান আর্বার নিউজ', 'দি হিউষ্টন পোষ্ট', 'দি সান ডিয়াগো', 'দি ট্রিবিউন', 'দি সিয়াটল টাইমস, দি কলম্বিয়ান,' 'পিসি ম্যাগাজিন', 'উইন্ডোজ ম্যাগাজিন', ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশের ডেভেলপ করা অন্য কোন সফটওয়্যার যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় এত ব্যাপক প্রচার লাভ করার গৌরব অর্জন করতে পারে নাই।

সাড়া জাগানো এই রোমান্টিক সফটওয়্যারটি হয়তো রোমান্টিক জাতি হিসেবে খ্যাত বাঙালী সফটওয়্যার ডেভেলপারদের তত্ত্বাবধানে ডেভেলপড হওয়াতে সম্ভবতঃ যে উদ্দেশ্যে মার্কিন প্রতিষ্ঠানটি এই সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। বৈচিত্রধর্মী এই সফটওয়্যারটির মূল উদ্দেশ্য হল সকল বয়সের প্রেমিক যুগলের মধ্যে রোমান্স সৃষ্টি, রোমান্সে ভাটা পড়লে তা আবার জোরালো করা এবং সব বয়সের যুগলের রোমান্স চিরস্থায়ী করা।

যুক্তরাষ্ট্রের "লাইফ চেঞ্জ প্রোডাকশন" (Life Change Production) প্রতিষ্ঠানকে অনির্বাণ আলোচ্য সফটওয়্যারটি সরবরাহ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেলভিন বেনেডিক্ট কর্মজীবনের শুরুতে একটা সফটওয়্যার কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন। সে সময় তার মাথায় একটা অভিনব পরিকল্পনা আসে যে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়তা করার মতো সফটওয়্যার তৈরি করা প্রয়োজন। এই সময় তার পরিচয় ঘটে রোমান্স বিষয়ক বিখ্যাত লেখক গ্রেগরী জোডেকের সাথে। জোডেকের বিখ্যাত রোমান্স বিষয়ক বই রোমান্স ১০১ (Romance 101- যা ১ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে)-এর আকর্ষণীয় তথ্যসমূহ বেনেডিক্টকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জোডেকের সম্মতি নিয়ে বেনেডিক্ট সচেষ্ট হলেন তার আকাঙ্খিত সফটওয়্যারটি ডেভেলপ করার জন্য। Romance 101-এর তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে বেনেডিক্ট একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়ে প্রোগ্রামারের সন্ধানে ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য কোম্পানী যারা কম খরচে সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দিকে নজর দেয় তেমনি বেনেডিক্টও এই অঞ্চলের ডেভেলপারদের সন্ধান করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে সে সময় অনির্বাণের জামিল আজহারের সাথে তার যোগাযোগ ঘটে এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, পরবর্তীতে অনির্বাণ সাফল্যের সাথে বেনেডিক্টের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করে দেয়।

"রোমান্টিক এডভেঞ্চার্স" সফটওয়্যারটি মূলতঃ যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যভিত্তিক। এর ডাটাবেসে প্রেমিক ও প্রেমিকার সখ, ভাল লাগার বা পছন্দের জিনিষের লিষ্ট, মন ভাল রাখা, রোমান্স সৃষ্টির জন্য আকর্ষণীয় টুরিষ্ট স্পটের বিবরণ, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের তালিকা ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা আছে। প্রয়োজনে ব্যবহারকারী প্রেমিক বা প্রেমিকা তার নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারগুলো ডাটাবেসে যোগ করতে পারেন। এর একটা আকর্ষণীয় ফিচার হলো ট্রিপ প্ল্যানিংয়ের সুবিধা। প্রিয়জনকে রোমান্সে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কোথাও ভ্রমনের প্ল্যান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে রোমান্টিক সফটওয়্যারটি কমপিউটারে থাকলে শুধু কতক্ষণ ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক এবং বাজেটের পরিমাণ জানিয়ে দিলে স্ক্রীণে চলে আসবে অনেকগুলো ভ্রমণ স্পটের নাম ও খরচের বিবরণ। জন্মদিন, বিবাহ-বার্ষিকীসহ অন্যান্য পারিবারিক ঘটনাগুলোকে ডাটাবেসে দিয়ে দিলে কমপিউটারের নির্দিষ্ট বোতাম টিপলেই

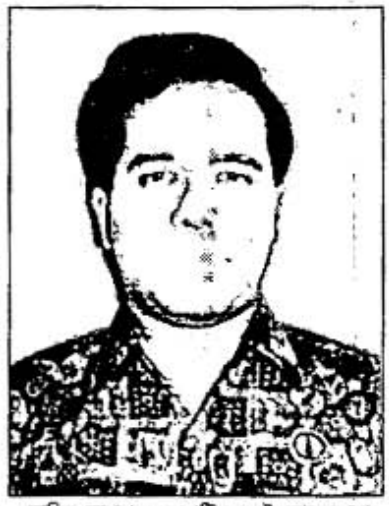

জামিল আজহার- রোমান্টিক সফটওয়্যার প্রণেতা

ব্যবহারকারীকে তা স্মরণ করিয়ে দিবে। প্রেমিক বা প্রেমিকার পছন্দ-অপছন্দের খুটিনাটি যদি ডাটাবেসে থাকে তবে বিভিন্ন উৎসবের সময় কি উপহার দিলে রোমান্স বজায় থাকবে বা আরও চাঙ্গা হবে তাও কমিপউটার বলে দেবে।

সফটওয়্যারটার আরেকটা আকর্ষণীয় ফিচার হলো "কনট্যাক্ট ম্যানেজার"-এর ব্যবহার। এতে বিভিন্ন দোকানের ঠিকানা, উপহার সামগ্রীর নাম ও দাম, যেমন-ফুলের দোকানের নাম ও বিভিন্ন ফুলের মূল্য সহজেই জানা সম্ভব হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সফটওয়্যার বাজারে "অনির্বাণ"-এর এই সাফল্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের সফটওয়্যার মার্কেটেও অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। ইতিমধ্যেই অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী মর্নিং হেরাল্ড সফটওয়্যার ভূয়সী প্রশংসা করেছে এবং অনির্বাণ অষ্ট্রেলিয়ার Life Change Australia Park এর সঙ্গে সে দেশে এই সফটওয়্যার সরবরাহ করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে অনির্বাণকে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করেছে। বর্তমানে অনির্বাণ যুক্তরাজ্যের বাজারেও এই সফটওয়্যার চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে। ✪

কমপিউটার জগৎ ডাটাব্যাংক

দেশ ও বিদেশের আগ্রহীদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর উদ্যোগে "কমপিউটার জগৎ ডাটাব্যাংক" নামে একটি বৃহৎ ডাটাবেজ গড়ে তোলার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশের সকল কমপিউটার পেশাজীবী, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার বিষয়ক লেখক, বই ও প্রকাশক কমপিউটার ট্রেনিং সেন্টার, কমপিউটার বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য সন্নিবেশিত করা হবে।

আগামী সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে।

এই ডাটা ব্যাংককে সমৃদ্ধ করতে আপনাদের সকলে সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

প্রকল্প পরিচালক,
কমপিউটার জগৎ ডাটাব্যাংক প্রকল্প
১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫